বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-২০১৬-১৭
স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

উদ্দেশ্য

- সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশে ফলাফলভিত্তিক Governance Performance Management System (GPMS) চালু রয়েছে।
- সরকারের রূপকল্প (vision) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশেও GPMS প্রবর্তনের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।
- GPMS-এর সাহায্যে সরকারি দপ্তরসমূহের কাজের বস্তুনিষ্ঠ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব ।

2

প্রেক্ষাপট

- জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রতিবেদন, ২০০০ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২-তে GPMS প্রবর্তনের সুপারিশ।
- ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এর উল্লেখ ।
- এপ্রিল ২০১৪-তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্কভুক্ত দেশসমূহের মন্ত্রিপরিষদ সচিবগণের সম্মেলনে GPMS প্রবর্তনের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির অঙ্গীকার ।

3

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

- GPMS-এর আওতায় স্ব স্ব কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement - APA) স্বাক্ষর।
- সরকারি কার্যক্রম সম্পাদনে অধিকতর স্বচ্ছতা গতিশীলতা দায়বদ্ধতা ও সমন্বয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে।
- গত মার্চ ২০১৫ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিতিতে ২০১৪-১৫ অর্থবৎসরের মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

4

বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে

Australia	Performance Agreement
Brazil	Result Agreement
France	Contract
India	Result Framework Document
Kenya	Performance Contract
New Zealand	Annual Performance Agreement
United Kingdom	Framework Agreement
United States	Programme Agreement

5

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

- এই পদ্ধতিতে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের আলোকে মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়।
- কর্মপরিকল্পনার দুইটি অংশ:
  - মন্ত্রণালয়/ দপ্তর-সংস্থার ম্যান্ডেটভুক্ত কর্মসম্পাদন সূচক এবং
  - সুশাসন সংহতকরণ আবশ্যিক কর্মসম্পাদন সূচক
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের পর বছরব্যাপী তা নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ এবং বছর শেষে বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে।

6

- মন্ত্রণালয়ের এপিএ'র বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে মোট মান ১০০। মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেটভূক্ত কাজের কৌশলগত উদ্দেশের মান ৮০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মান ২০ ।
- দপ্তর/সংস্থার এপিএ'র বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে মোট মান ১০০। দপ্তর সংস্থার ম্যান্ডেটভূক্ত কাজের কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান ৮০ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মান ২০।
- মাঠ পর্যায়ের মোট মান ১০০। মাঠ পর্যায়ের ম্যান্ডেটভূক্ত কাজের কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান ৮৫ এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মান-১৫।

7

আবশ্যিক কর্মসম্পাদন সূচক

ব্রি'র জন্য ২০টি ও মাঠ পর্যায়ের জন্য ১৫টি সূচকের মধ্যে অন্যতম:

- খসড়া চুক্তি দাখিল, মাঠ পর্যায়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর
- ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, অর্ধবার্ষিক / বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন
- ৯০% অভিযোগ নিষ্পত্তি
- অফিস ভবন ও আঙ্গিনা পরিছন্ন
- প্রত্যাশী ও দর্শনার্থীদের জন্য অপেক্ষাগার চালু
- কমপক্ষে একটি করে অনলাইন সেবা চালু ও একটি সেবা সহজীকরণ
- সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন (কর্মপরিকল্পনা-১৫ জুলাই ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন)
- তথ্য অধিকারের আওতায় তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ (প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহ)

8

আবশ্যিক কর্মসম্পাদন সূচক

- বছরে ৫০% অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি
- সকল কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বার্ষিক ৬০ ঘন্টা ইন-হাউস প্রশিক্ষণ, এর মধ্যে অন্যূন ২০ ঘন্টা এপিএ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
- পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারির পিআরএল, ছুটি-নগদায়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জারিকৃত
- বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ (১৫ অক্টোবর)
- ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন (২৮ ফেব্রুয়ারি)

9

গৃহীত কার্যক্রম

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম গঠন করা হয়েছে।
- এই টিম কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে।
- অনুরূপভাবে ব্রি'তে পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) এর নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করেছে।

10

গৃহীত কার্যক্রম-২

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১৪ জুন ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষর হয়েছে।
- ব্রি'তে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ১৯ জুন ২০১৬ তারিখে।
- ব্রি'র কাজে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন আঃ কাঃ/ বিভাগ থেকে তথ্য গ্রহণের পর পৃথক পৃথক ভাবে করে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

11

গৃহীত কার্যক্রম-৩

- এপিএ'র বিষয়ে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ
- ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক প্রতিবেদন তৈরী
- অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী
- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী
- বাধ্যতামূলক কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে ইন-হাউস প্রশিক্ষণ

12

এ কার্যক্রম সফল করতে সকল আঞ্চলিক কার্যালয়/বিভাগ/শাখার আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

13

প্রথমবার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-২০১৪-১৫ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান-মার্চ ২০১৫

14

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৫-১৬ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান- ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫

15

সচিবগণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন

16

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্বাক্ষরিত চুক্তি পেশ

17

সকলকে ধন্যবাদ

18